রাত-ভোর

পরিবেশক • ম তি ম হ ল থি য়ে টা র্স

এস. বি. প্রোডাকসন্সের
"রাতভোর"

প্রযোজনা—	সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
কাহিনী—	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—	মৃণাল সেন সহকারী – পুষ্প সেন, সমীরণ দত্ত
সঙ্গীত—	সলিল চৌধুরী সহকারী – কানু ঘোষ
আবহ সঙ্গীত—	অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়
গীত রচনা –	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
আলোক চিত্র গ্রহণ –	রামানন্দ সেনগুপ্ত সহকারী – দানেন গুপ্ত, জগমোহন, সৌমেন্দু রায়, সুকুমার সী
সম্পাদনা –	রমেশ যোশী সহকারী গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশ—	বটুসেন সহকারী—শচীন ভট্টাচার্য
শব্দগ্রহণ –	শচীন চক্রবর্ত্তী সহকারী—ইন্দু অধিকারী, উপেন শীল
শব্দপুনর্লিখন –	সত্যেন চট্টোপাধ্যায় সহকারী দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
রূপসজ্জা –	অক্ষয় দাস
আলোক সম্পাত—	কার্ত্তিক সরকার সহকারী—মদন, দুখী, কেষ্ট, সিউকিষেণ, রমাপদ ইত্যাদি
ব্যবস্থাপনা –	মণি দাসগুপ্ত, জয়দেব অধিকারী
যন্ত্র সংগীত -	সুরশ্রী ও ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রা
নেপথ্য কণ্ঠ সংগীত –	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়; শ্যামল মিত্র সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজ এ পরিস্ফুটিত
পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স

ভূমিকায়ঃ

শ্রীমান মাণিক
,, শ্যামল
,, জয়ন্ত
,, প্রভাত
,, ভনু

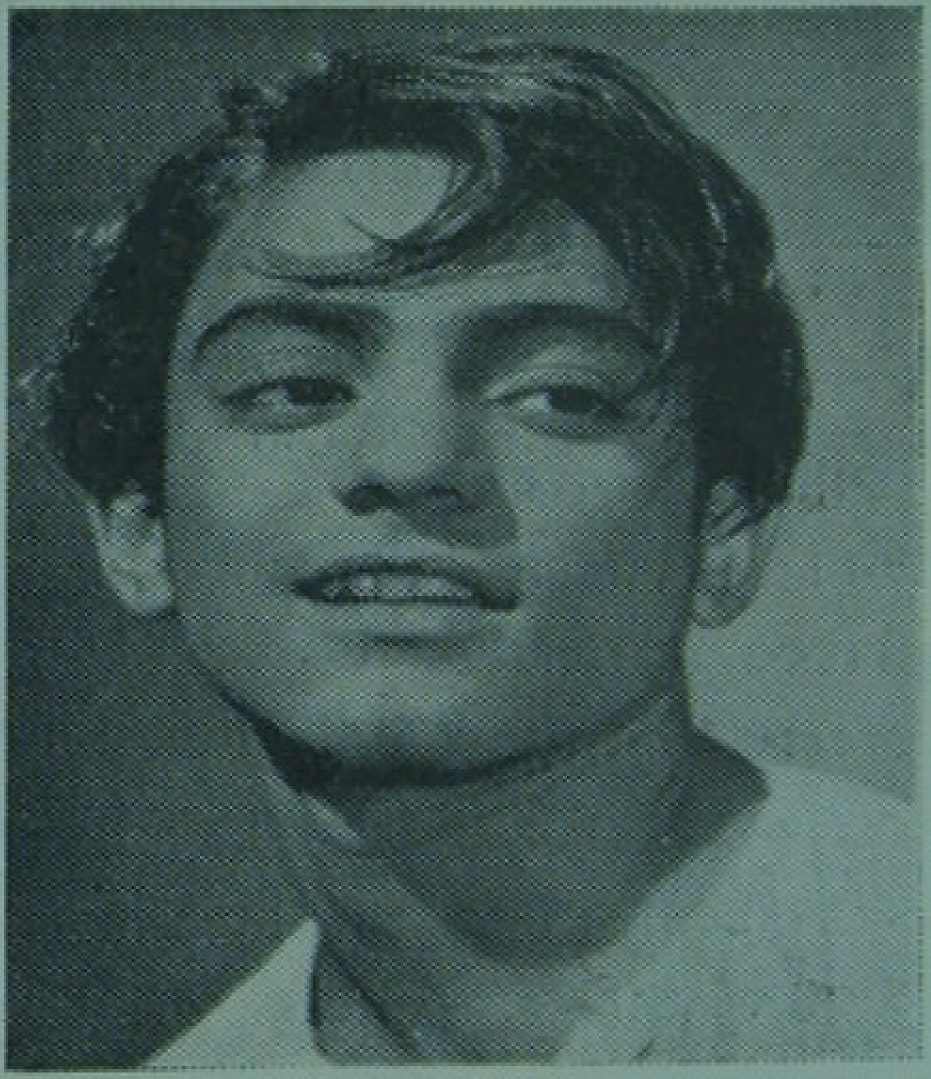

শোভা সেন
সাবিত্রী চট্টোঃ
ছায়া দেবী
স্বাগতা চক্রবর্ত্তী
শান্তা দেবী

ছবি বিশ্বাস
কালী বন্দোপাধ্যায়
উত্তম কুমার
বীরেন চট্টোপাধ্যায়
জহর রায়

কেষ্ট মুখোপাধ্যায়
ধীরাজ দাস
দেবী নিয়োগী
মমতাজ আমেদ
হরেন বসু

—কাহিনী—

ভররাত মাছ ধরে এসে সেদিন কাকার কাছে খুব মার খেল লোটন। বিধবা মা কামিনী দেখল, সমস্ত দেখেও টু শব্দটি করতে পারলো না। দেওরের সংসারে ছেলেকে নিয়ে পড়ে রয়েছে, এতেই তাকে অনেক কথা শুনতে হয়। কাকীমা গোলাপ-বালা লোটনকে স্বামীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

সে কিন্তু লোটনকে ভারী ভালবাসে। রাগটা ওর মনে হয় যেন বিধবা কামিনীর ওপরই বেশি।

লোটন মার খায় নির্বিকার চিত্তে। অমন ত' হামেশাই হয়। শুধু খুড়তুতো ভাই টুলু যখন বাবার কাছে নালিশ করে, আর ওকে মারলে খুসী হয়, তখন ও সইতে পারে না। টুলুকে জব্দ করবার ফন্দী আঁটে। কলা চুরি করে এনে মাচার ওপর তুলে রাখে লোটন। টুলু কলার গন্ধ পেয়ে মাচার ওপর ওঠে। লোটন মইটা সরিয়ে নেয়। টুলু হাতে পায়ে ধরবার পর মই তুলে দেয়।

সেবার দুর্গা পূজোয় জমিদার বাড়ি যাত্রা হবে। যাত্রার অধিকারীর ওপর লোটন ভারি চটে যায়। অধিকারী নাচিয়ে-ছেলেটাকে বড্ড মেরেছে। লোটন কচু পাতায় ডেঁয়ো পিঁপড়ে এনে ছেড়ে দেয় যাত্রার অধিকারীর পায়ের কাছে—সে তখন যাত্রার পার্ট কচ্ছিল। পিঁপড়ের কামড়ে পাট বলা ফেলে পালায় অধিকারী। ইতিমধ্যে একটি চোর ধরা পড়ে যাত্রার আসরে। চোরটাকে বেঁধে রাখা হয়।

লোটনের কাছে চোরটা কেঁদে বলে যে আসলে সে চুরি করতে আসেনি। বড় দুঃখী সে। মিছিমিছি তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোটনের মন গলে গেল। সে চোরটার বাঁধন খুলে দিল। জমিদার চোরকে বাঁধবার হুকুম দিয়েছে, তাকে খুলে দেবার মত স্পর্ধা কার? লোটন জবাব দেয় বুক ফুলিয়ে—আমি খুলে দিয়েছি। সবাই তটস্থ। লোটনকে আটকে রাখতে বলল জমিদার মশাই। লোটন তার দুজন সঙ্গী, হাাংলা আর ক্যাংলার সাহায্যে পালিয়ে যায়।

এদিকে জমিদার লোটনের কাকা সুধন্যকে ধরে নিয়ে এসে শাসায়,—তোর ভাইপো কোথা বল নইলে হাড় ভেঙে দেবো।

লোটন ক্যাংলার কাছে খবর পেয়ে জমিদার বাড়ি চলে আসে। ওর কাকা পর্য্যন্ত অবাক। জমিদার হুকুম করেন,—ছোঁড়াটাকে বার করে দাও গাঁ থেকে। জমিদারের বিশেষ বন্ধু কলকাতার অধ্যাপক দেবকুমারবাবু ব্যাপারটা দেখছিলেন এতক্ষণ। তিনি বললেন, ছেলে-টিকে আমার সঙ্গে বরং যেতে বলুন। আমার কলকাতার বাসায় নিয়ে যাব। সুধন্য হালুইকরকে জমিদার সেই হুকুমই দেন। লোটনকে দেবকুমারবাবুর সঙ্গে কলকাতায় চলে আসতে হয়। বিধবা কামিনী দেবকুমার বাবুকে কেঁদে বলে,-দেখবেন বাবু লোটনকে। দেবকুমার বাবু প্রতিশ্রুতি দেন। কলিকাতায় এসে লোটন প্রথমটা রীতিমত হকচকিয়ে যায়। দেবকুমার বাবুর স্ত্রী বেলা দেবী লোটনকে খুব সুচক্ষে দেখেন না। গেঁয়ো লোটনের খাওয়ার বহর দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে দেবকুমার বাবুর মেয়ে ঝুনু।

ঝুনুর কাছে আসত দেবকুমারবাবুর এক বন্ধু-পুত্র হীরেন। হীরেনকে ঝুনু বলল লোটনের কথা। হীরেন ঝুনুর কাছে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে, লোটনকে ধমকায় মারে।

এই সব অদ্ভুত মনোভাবের ভেতর থেকে লোটন যেন দুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে। মুহুর্মুহু বেলা দেবীর শাসন আর ঝুনুর হাসি, দুটোই অসহ্য হয়ে ওঠে যেন।

মাঝে মাঝে ও বেরিয়ে যায় একটি মোটর গ্যারেজে। সেখানে বংশী নামে এক ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়। লোটন ওর মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কথা জানায় ওকে অনেক সময়।

লোটনের আর কলকাতা ভাল লাগে না। ও দেবকুমারবাবুকে জানায় ও বাড়ি যাবে। দেবকুমারবাবু রাজী থাকলেও বেলা দেবী রাজী হয় না।

লোটন প্রতিজ্ঞা করে ও যাবেই। কিন্তু টাকা কোথায়? মাকে একটা চিঠি লেখে, মা, ইহারা আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আমি মরিয়া যাইব। টাকার জন্যে ও বংশীর কাছে যায়। বংশী জানায় তার চাকরী গেছে। বংশী বলে, হিম্মত থাকে তো বেরিয়ে আয় ও-বাড়ি থেকে। বাবুদের দয়ায় আর বেঁচে থাকিসনি। মরিয়া হয়ে লোটন বাড়ি যাবার জন্য পাঁচটা টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় হীরেনের হাতে নির্মমভাবে মার খায়। জ্বর হয় ছেলেটার জ্বরের ভেতর টলতে টলতে রাত্রে লোটন বাড়ি থেকে পালায়। দেবকুমার বাবু এসে সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান।

ইতিমধে লোটনের চিঠি পেয়ে কামিনীবালা আর সুধন্য কলকাতায় আসে।

কামিনীবালা চোখে জল নিয়ে দেবকুমার-বাবুকে বলে,—বাবু আমার লোটন কই? দেবকুমারবাবু খুঁজতে বেরোন তাকে।

কিন্তু লোটন কোথায়? লোটন কি মরেই গেল? দেবকুমারবাবু কি পেল না লোটনকে? মা কি পেল না তার সন্তানকে?

সঙ্গীতাংশ

(১)

নেপথ্য সঙ্গীত

দুখের সীমা নাই দুখ কার কাছে জানাই
আমার সুখের স্বপন ভাঙলো রে
চোরাই বালুচরে।

হায়রে হায়—
প্রাণের দরদ দিয়া বন্ধু বাঁধিলাম যে বাসা রে
এ কি হইল দশা
সে ঘর ভাঙিল আমার
কপাল ভাঙা ঝড়ে রে
চোরাই বালুচরে।
ভাসি আমি নয়ন জলে রে
কিবা আছে সান্ত্বনা গো আমার
পোড়া কপালে

হায়রে হায়—
বুকের স্নেহ চোখের মণি
করলো চোরায় চুরি রে
মন দুখে মরি
কাঙাল পরাণ শূন্য ভিটায় হায়রে কেঁদে মরে রে
চোরাই বালুচরে।

(২)

ঝুনুর গান

বনে নয় মনে আজ রঙের মেলা
কি জানি কি খুঁজে হায় যায় গো বেলা।
তাই অনুরাগে অনুখন চঞ্চল তনুমন
মন ভোলা দেয় দোলা বুঝি না এ কি খেলা।
ঐ শুনি গায় পাখী জানিনা কারে সে ফেরে ডাকি
এ কি খুসী একি নেশা
হাসিতে যেন এ গান মেশা।

তাই বুঝি প্রাণে সুর জাগে
সবই যেন আজ ভাল লাগে।

শুধু ভাবি একা বসে
এমন আমার আজ দেবো কারে
গেল বেলা পথ চেয়ে
আসেনা কেন সে তবু দ্বারে।
তাই বুঝি—

তাই বুঝি আর পাই বাধা
অসীমের সুরে আমি সাধা।

ঝুমুর গান

রিম ঝিম ঝিম তালে সুর ঢালে কে
মোর প্রাণে দোল আনে গান যেন জাগে
সুরভি ঝরানো বায়।
চম্পাবতীর ও প্রাণে আজি রঙ ধরেছে,
বেণু বনের সিক্ত ছায়ায় সুর ঝরেছে,
খুঁজি দোসর মোর বেলা যে যায়।
আজি এ প্রাণে কি মায়া লাগে
জানি না কেন যে কি অনুরাগে
রামধনু কখন ছড়াবে হাসি
তাই ভেবে যায় বেলা মন যে উদাসী।
কে জানে কেন হায়রে আমার
মন মানে না
কি যেন চাহি আজো ওগো কেউ জানে না,
ঝরে বাদল মোর আঁখির ছায়।

—

নেপথ্য সঙ্গীত

ও মাঝিরে খরস্রোতের উজান ঠেলে
এই ময়ুরপঙ্খী চলে
খর নদী জলে।
লক্ষ ঢেউয়ের মাথায় ওরে লক্ষ মাণিক জ্বলে
এই তরণী তোমার আমার আশা নিয়ে চলে।
পবন তোমার পায়ে ধরি
দিও না ঝড় পালে
জীবন মোদের বাঁধা আছে
এই যে নায়ের হালে।
এই নদী মোদের পিতামাতা
বাঁচি তারই পুণ্য ফলে
ধর কসে দাঁড় সবাই তোরা
শক্ত মুঠী বলে।
পথে আছে আঁধার দানব নেয় সে
আলো কাড়ি
তবু দেব পাড়ি।
বড় মাঝি ছোট মাঝি দিস না রে
হাল ছাড়ি।

—

রেকর্ড নং
কলম্বিয়া জি ই ৩০২৯৫
এইচ. এম. ভি. — এন ৭৬০২১
প্রচার পরিচালনা – ক্যাপস্

21-10-55

এস, বি, প্রোডাকসন্সের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ !

শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ সমণয়ে

শরৎ চন্দ্রের

ছবি

পরিচালনা—**নীতিন বসু**

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত—

রাগিনী

পরিচালনা **সুশীল মজুমদার**

এস, বি, প্রোডাকসন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও রমন ব্রাদার্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।